ইসলামী ব্যাংকিং এর মূলনীতি

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **"ইসলামী ব্যাংকিং এর মূলনীতি"।** কোরআন ও সহীহ হাদীস ব্যবসাকে হালাল, ও সুদ হারাম ঘোষণা করেছে।

১। লাভ-ক্ষতির অংশীদারিত্ব (Profit and Loss sharing)

অংশীদারগণ লাভ-ক্ষতির ভিত্তিতে ব্যবসা পরিচালনা করবে। পুঁজির অংশ, শ্রমের অংশ ইত্যাদির ভিত্তিতে অংশীদারগণ ব্যবসায় নামার পূর্বেই আলাপ-আলোচনা করে লাভ ক্ষতির পরিমাণ (কার কত অংশ) তা নির্ধারণ করবে। চুক্তিপত্রে লিখিত থাকতে হবে এখানে ঋণদাতা / পাওনাদার (creditor), ঋনী (debtor) বলতে কিছু নেই।

Profit as per agreed ratio mutually decided by the parties of the business and loss as per equity of the parties in the business.

২। ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ (Shared risk)

ব্যবসায় লাভও হতে পারে এবং লোকসানও হতে পারে। বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে এই ঝুঁকিতে ইসলামী ব্যাংক অংশগ্রহণ করে থাকে। সুদী ব্যাংকে ঋণ গ্রহীতার সাথে ব্যাংক ঝুঁকিতে অংশগ্রহণ করে না। নির্দিষ্ট হারে সুদ আসলের সাথে অতিরিক্ত গ্রহণ করে থাকে। অর্থাৎ ইসলামী ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতার সাথে লাভ ক্ষতি share করে। এজন্য এটাকে risk sharing বলে। সুদী ব্যাংক ঋণ গ্রহীতার সাথে risk sharing করে না। নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে। এটাকে risk transfer বলা হয় থাকে। এটা অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতি বহন করে। এটাকে অসুস্থ অর্থনীতি বা ব্যাংক ব্যবস্থা বলা হয়।

৩। সুদ বা রিবা হারাম

ব্যবসায়ে ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া পুঁজির উপর নির্দিষ্ট হারে (সে হার যত বেশি বা কম হোক না কেন) অতিরিক্ত অর্থ আদায় হলো সুদ। এটাকে কোরআন ও সহীহ হাদীস হারাম ঘোষণা করেছে। অন্য একটি লেখায় কোরআন ও সহীহ হাদীসের উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে। সে লেখায় কোরআনের ৭টি আয়াত ও ৩টি সহীহ হাদীস পেশ করা হয়েছে।

To learn more click here

৪। غَرَار গারার (Gharar)

غَرَار অর্থ ধোঁকা দেয়া। অনিশ্চিত / অস্পষ্ট / সন্দেহজনক কোনো ব্যবসায়িক লেনদেনে মুসলিমরা অংশগ্রহণ করতে পারে না। এটা শয়তানের প্রতারণা।

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন: শয়তানের ওয়াদা তো প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নয়।

يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ اَلشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً ﴿١٢٠﴾

সে তাহাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাহাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে; আর শয়তান তাহাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তাহা ছলনামাত্র । সূরা নিসা ৪ঃ ১২০

৫। জুয়া

আল্লাহ তায়া'লা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন:

মদ, জুয়া, মূর্তি, এবং লটারির তীর এসব গর্হিত বিষয়, শয়তানী কাজ ছাড়া আর কিছুই নয়।

يَـٰٓأَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا اَلْخَمْرُ وَاَلْمَيْسِرُ وَاَلأَنصَابُ وَاَلأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ اَلشَّيْطَانِ فَاَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

হে মু'মিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ । সুতরাং তোমরা উহা বর্জন কর-যাহাতে তোমরা সফলকাম হইতে পার । সূরা মায়েদা ৫ঃ ৯০

৬। নিম্নলিখিত ব্যবসায়ে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ (সুদী ব্যাংকে বলা হয় 'ঋণ দেয়া', ইসলামী ব্যাংকে বলা হয় 'বিনিয়োগ করা') নিষেধ।

ক) অশ্লীল রচনা, অশ্লীল সাহিত্য, অশ্লীল সিনেমা, অশ্লীল ভিডিও, অশ্লীল সোশ্যাল মিডিয়া, অশ্লীল পোস্ট (Post), ইত্যাদিতে বিনিয়োগ নিষেধ।

খ) মদের উৎপাদন, বিতরণ, আমদানি-রপ্তানি, মদের দোকানে বিনিয়োগ নিষেধ।

গ) শুকুর পালন, শুকুরের গোশতের দোকান, শূকরের গোশত বিতরণ ব্যবসায়ে বিনিয়োগ নিষেধ।

ঘ) নেশা জাতীয় দ্রব্যাদি আমদানি, রপ্তানি, বিতরন ইত্যাদিতে বিনিয়োগ করা যাবে না।

To learn more click here

৭। যাকাত আদায় করতে হবে

ব্যাংকে তার বাৎসরিক হিসাবের Balance sheet এর Net current asset এর উপর শতকরা ২.৫ ভাগ (আড়াই ভাগ) হারে যাকাত প্রদান করতে হবে। কুরআন বর্ণিত যাকাতের নির্ধারিত খাতে এটা ব্যয় করতে হবে।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা! আসুন, আমরা সঠিক ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য দেশ ও সমাজে চেষ্টা করি। এ চেষ্টা না করলে আমাদের সকলকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এবং শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here